দৈনিক খবর

110

তারিখ 06 DEC 1988
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

৩৫

নামে কেবল সরকারী হাই স্কুলঃ সমস্যা অন্তহীন

॥ ফখরু কাজী ॥

সুনামগঞ্জঃ ১৮৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত সুনামগঞ্জ জেলা শহরের বালকদের প্রধান বিদ্যাপীঠ সরকারী জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক স্বল্পতা, কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা সর্বোপরি শিক্ষকদের চরম অমনোযোগিতা ও গাফিলতির দরুন ছাত্ররা সুস্থ স্বাভাবিক শিক্ষা গ্রহণ থেকে বঞ্চিতহচ্ছে।

বিদ্যালয়ে ২৮ জন শিক্ষকের মধ্যে বর্তমানে ১৮ জন কর্মরত আছেন। কয়েক মাস যাবত ১০ জন শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় মাত্র ১৮ জন শিক্ষক দ্বারা তৃতীয় শ্রেণী হতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত মোট ১৬টি ক্লাস চালানো সম্ভব হয় না। ইংরেজী বিভাগের শিক্ষকের পদ বহুদিন ধরে শূন্য। অফিস সহকারী ২ জনের মধ্যে একজন আছেন। কয়েক মাস যাবত লাইব্রেরীয়ান না থাকায় ছাত্ররা লাইব্রেরীর কোন বইপত্র পড়তে পারছে না।

৬০০ জন ছাত্রের জন্য কোন প্রশ্রাব-পায়খানার ব্যবস্থা নেই। সাবেক দু'টি শৌচাগার ভেংগে ফেলার পর প্রশ্রাবের দু'স্থানে মলমূত্র জমা অবস্থায় থাকায় সেগুলো ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। ফলে ছাত্রদের এখানে সেখানে প্রশ্রাব করতে হয়। স্কুল এলাকায় অবস্থিত তৎকালীন মহকুমার প্রথম ও একমাত্র টেনিস গ্রাউন্ডটি এখন অযত্নে-অবহেলায় ঘাস জমে পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে। পানি নিষ্কাষণের ড্রেনগুলোও পরিষ্কার না করায় মাটি ও আবর্জনা জমে অকেজো প্রায়। বিদ্যালয়ের দেয়ালে ইতস্ত বিক্ষিপ্ত খোলা বৈদ্যুতিক তারে যেকোন সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ষষ্ঠ শ্রেণীর 'খ' শাখায় পুরানো দেয়ালের বাঁধন খুলে একদিকে হেলে পড়ায় শিশু ছাত্রদের উপর আরেকটি জগন্নাথ হল ট্রাজেডি ঘটা বিচিত্র নয়। অতীতের বিভিন্ন সময়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কর্তৃক পুরস্কারপ্রাপ্ত শীল্ড, কাপ ইত্যাদি উপহার সামগ্রী সহকারী প্রধান শিক্ষকের কক্ষে অযত্নে-অবহেলায় স্তূপিকৃত অবস্থায় পড়ে আছে। একই কক্ষে কাবস, স্কাউটের ড্রাম, বিগ ড্রামের অবস্থাও তদ্রুপ। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার যে, সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে কোন দেয়াল ঘড়ি নেই। জানা যায়, সহকারী প্রধান শিক্ষকের কক্ষের ঘড়ি চুরি হবার পর শিক্ষক মিলনায়তনের ঘড়ি এ কক্ষে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু বছর খানেক যাবত প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক কক্ষের দেয়াল ঘড়িগুলো নষ্ট হবার পর মেরামত না করায় হাতঘড়ি বা অনুমানের উপর ভিত্তি করে ঘন্টা দেয়া ঘন্টাটিও ফেটে যাওয়ায় তার শব্দও বিদঘুটে।

গত ২৮ সেপ্টেম্বর কর্তব্যরত প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আব্দুল মালেক মিয়ার সাথে যোগাযোগ করলে তিনি জানান যে, স্কুল গৃহের ছাদ নষ্ট থাকায় প্রধান শিক্ষক কক্ষ ও শিক্ষক মিলনায়তনের ৫/৬ স্থান দিয়ে বৃষ্টির পানি পড়ে। বৃষ্টির পানি হতে রক্ষা পেতে ড্রাম, বালতি ইত্যাদি ব্যবহার করতে হয়। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, তাঁর বাসগৃহের উত্তর দিকের দেয়াল ফেটে গিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকায় ও গৃহের অনেকদিন যাবত কোন সংস্কার না করায় সর্বোপরি পূর্ব-দক্ষিণ দিকে কোন সুরক্ষিত দেয়াল না থাকায় তিনি পরিবার পরিজনের নিয়ে বসবাস করতে পারছেন না। তিনি আরও জানান, উপরোক্ত ব্যাপারে স্থানীয় ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ ও পি, ডব্লিউ, ডিকে বার বার লিখিতভাবে অবহিত করা সত্ত্বেও তারা প্রয়োজনীয় কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না। অথচ তিনি প্রতি মাসে নিয়মিত ভাড়া পরিশোধকরেআসছেন।

কিছুসংখ্যক শিক্ষকের খামখেয়ালী ও উদাসীনতার ফলে ছাত্ররা সুস্থ স্বাভাবিক শিক্ষা গ্রহণ হতে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে প্রতি বছর এস এস সিতে পাসের হার ক্রমশঃ নীচে নেমে আসছে। কিছু শিক্ষক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের চেয়ে বাসায় প্রাইভেট পড়াতে বেশী আগ্রহী। প্রাইভেট না পড়ায় গত ষান্মাষিক পরীক্ষায় পঞ্চম শ্রেণীর কিছু ছাত্র জনৈক শিক্ষকের কুদৃষ্টির শিকার হয়েছে বলে অভিযোগে জানা যায়। উক্ত শিক্ষক বেশ কিছু ছাত্রের শুদ্ধ অংক ভুল হয়েছে বিধায় শূন্য নাম্বার দেন। জনৈক ছাত্র অংকগুলো সঠিক হয়েছে বললে শিক্ষক উক্ত ছাত্রকে বেদম মারপিট করেন এবং স্কুল হতে বের করে দেবার ভয় দেখান বলে অভিযোগে প্রকাশ। প্রধান শিক্ষকের কক্ষে উক্ত শিক্ষককে এসব সঠিক উত্তরে শূন্য নাম্বার দেয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি অংকগুলো ভুল নিয়মে করা হয়েছে বলে জানান।